বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি

অধ্যাপক ড. আসফাক আহমদ

মহাসচিবের প্রতিবেদন

বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি-এর বার্ষিক সাধারণ সভার সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর ড. মো. আবুল বাসার, কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, কার্যকরী কমিটি এবং সোসাইটি-এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আপনাদের সকলকে সোসাইটি-এর পক্ষ থেকে ২০২৪ সালের প্রারম্ভে ভাষা শহীদের আত্মত্যাগের এই মাসে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সবাইকে বসন্তের ফুলেল বাসন্তি শুভেচ্ছা জানিয়ে বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩ উপস্থাপন করছি।

প্রিয় সদস্যবৃন্দ

আন্তর্জাতিক উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্মেলন শেষে আমরা উপস্থিত হয়েছি বার্ষিক সাধারণ সভায়। সোসাইটির এই দুইটি গুরূত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড আয়োজন করার সদয় অনুমতি দান এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্যে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অর্গানাইজিং কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষ করে সোসাইটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল বাসার এবং উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা সহ সকল শিক্ষক মহোদয়কে আমি কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করার সম্মিলিত এই প্রচেষ্টায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। আমি বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটির কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে তাঁদেরকে এবং সম্মেলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সম্মানিত উদ্ভিদবিজ্ঞানীবৃন্দ

সময়ের পরিক্রমায় ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সোসাইটি ৫২ বছর ধরে উদ্ভিদবিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। আমি এবার বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটির কার্যক্রমের উপর সামান্য আলোকপাত করছি। বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদ ৭ মার্চ ২০২১ তারিখে দায়িত্বভার গ্রহণ করে। এবারের ৮ম আন্তর্জাতিক উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্মেলন ২০২৩ প্রতিবারের ন্যায় এবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আপনারা জানেন যে, একটি কমিটি তার কার্যকালের প্রথম দুই বছর দেশীয় পরিসরে উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের নিয়ে জাতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্মেলন আযোজন করে। এর ধারাবহিকতায় ২০২১ সালের বার্ষিক জাতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্মেলন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগীতায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় (করোনার কারনে যা ২০২২ সালের ৩০-৩১ মার্চে অনুষ্ঠিত হয়)। বার্ষিক উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্মেলন ২০২২ বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্যিক রাজধানী বন্দরনগরী চট্টগ্রাম শহরের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত হোটেল "হোটেল সেইন্ট মার্টিন লি." এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি তার কর্মকান্ড শুধু নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ না রেখে বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা দর্শনীয় স্থানেও বিস্তৃত করার ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী। আমরা আশা করবো আগামীতেও ঢাকার বাইরে অবস্থিত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান অথবা দর্শনীয় কোন স্থানে সম্মেলন করার প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। এতে সোসাইটির কার্যক্রম তথা উদ্ভিদবিজ্ঞান এর অগ্রগতি সারা

দেশে বিস্তার লাভ করবে। গত দুইটি জাতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্মেলন আয়োজন করার জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মনজুর হোসেনসহ সকল শিক্ষক এবং চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সম্মেলন আয়োজন করার জন্য বোটানিক্যাল সোসাইটির নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য বিশেষ করে অধ্যাপক ড. এম.এ. গফুর স্যারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সুধীমণ্ডলী

গত তিনবছরে কার্যকরি পরিষদের ৫টি জরুরী সভাসহ **মোট ২২টি** সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কার্যকরি পরিষদ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা সোসাইটির জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে সোসাইটির কার্যকরি পরিষদের সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করায় আমি সম্মানিত সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটির সদস্য সংখ্যা যদিও বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু তা আশানুরূপ নয়। তাই সোসাইটির সদস্য সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। **গত এক বছরে সোসাইটিতে ৩৬৭ জন সাধারণ সদস্য, ৯ জন সহযোগী সদস্য এবং ৬৫ জন আজীবন সদস্য হয়েছেন। এ নিয়ে বর্তমানে সোসাইটির আজীবন সদস্য সংখ্যা ৭১২, সাধারণ সদস্য ১৫৭৭ এবং সহযোগী সদস্য ৬৬২ জনসহ সর্বমোট ২৯৫১ জন।** সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে আপনাদের সদয় সহযোগিতা কামনা করছি। আপনারা সোসাইটির সদস্য হওয়ার জন্য উদ্ভিদবিজ্ঞানের স্নাতক ডিগ্রীধারীদের অনুপ্রেরণা দান করবেন। এছাড়া অনেক সম্মানিত সদস্যের ঠিকানা পরিবর্তনের ফলে সঠিক ঠিকানা বর্তমানে আমাদের কাছে না থাকায় তাঁদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই অনিচ্ছাকৃত সমস্যার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আপনাদের মধ্যে যাদের ঠিকানা পরিবর্তন হয়েছে বা হবে, তাঁরা পরিবর্তিত ঠিকানা অনুগ্রহ করে সোসাইটির হিসাবরক্ষক **জনাব মোফাজ্জল হোসেন** এর মোবাইলে **+৮৮০১৫৮১০৫২৫৩১ অথবা** E-mail: bdbotsoc@gmail.com এ জানালে এ সমস্যা হ্রাস পাবে। সোসাইটর ওয়েবসাইটটি আপডেট করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু করা হয়ে উঠে নাই। আশাকরি নতুন কমিটি একাজটি করবে।

প্রিয় গবেষকবৃন্দ

উদ্ভিদবিজ্ঞান গবেষণা ও পাঠদান কে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে সোসাইটির সদস্যবৃন্দ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে এবং তার ফলে দেশে এর ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। আমি সোসাইটির সদস্যবৃন্দকে তাঁদের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বর্তমান কমিটি দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই চিন্তা করে আসছে কিভাবে উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিস্তার সারা দেশে বিশেষ করে কলেজ সমূহে ছড়িয়ে দেয়া যায়। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজসমূহে সেমিনার আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল। একই সাথে উচ্চ মাধ্যমিক লেভেলে উদ্ভিদবিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজনের সিদ্ধান্ত ছিল। শিক্ষকদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ের উপর সপ্তাহব্যাপী ট্রেনিং ও ওয়ার্কশপ আয়োজনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সম্ভব হয় নাই।

সম্মানীত সদস্যবৃন্দ

আপনারা হয়তো অবগত আছেন যে, সোসাইটিতে **"প্রফেসর আবুল হাসান ট্রাস্ট ফান্ড"** নামক একটি ট্রাস্ট ফান্ড আছে। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, ২০১৬ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের বিএস (সম্মান) শ্রেণীতে সর্বোচ্চ CGPA ধারী শিক্ষার্থীকে "প্রফেসর আবুল হাসান বৃত্তি" নগদ অর্থে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০২১ সালে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থী **আবিদা আনজুম**, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থী **ফাহজাবিন তৃষা**, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থী **ইফফাত নুহা** এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থী **মোঃ ইকরামুল হাসাব** এই বৃত্তি লাভ করেন।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটির মুখপত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন "বাংলাদেশ জার্নাল অব বোটানি (BJB)" তে প্রকাশের জন্য দেশ বিদেশ থেকে প্রচুর গবেষণা প্রবন্ধ আসছে। বর্তমানে জার্নালটি বছরে ৪টি সংখ্যা বের হচ্ছে। **যার ধারাবাহিকতায় এবছর ৫২ তম ভলিউমের ৪ (চার) টি সংখ্যা (মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর) যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছে।** সম্মানিত রিভিউয়ারগণেকে অনুরোধ করব যেন তারা প্রকাশিতব্য আর্টিকেলসমূহ রিভিউ করে যথাসময়ে ফেরত দেন। এমনও ঘটনা আছে যে অনেক রিভিউয়ার ১-২ বছর পর্যন্ত আর্টিকেল রিভিউ করে ফেরত দেন নাই। এছাড়াও China একটি সংস্থার সাথে যৌথভাবে গত কয়েক বছর যাবত Special Issue, BJB এর মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। এ জন্য জার্নালের প্রধান সম্পাদক প্রফেসর ড. জেড এন তাহমিদা বেগম, সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও সম্মানিত রিভিউয়ারবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশ জার্নাল অব বোটানির Citation score ০.৮ এবং বিগত বছরে Citation কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২০২১ সালে Citation ছিল মাত্র ২০টি যা ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১২০টি এবং ২০২৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৭০টি হয়েছে যা জার্নালের Impact Factor বৃদ্ধিতে প্রভাব রাখবে বলে বিশ্বাস করি। সাধারণত মার্চ মাস নাগাদ Impact Factor হালনাগাদ করা হয়। BJB Impact Factor বর্তমানে ০.৩৩৯। H-index এর মান ১৮।

এ ছাড়া বালাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটির বাংলা মুখপত্র "উদ্ভিদ বার্তার" ৩৮ তম ভলিউম ডিসেম্বর ২০২৩ যথা সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। আমি উদ্ভিদবার্তার প্রধান সম্পাদক প্রফেসর ড. তাহসিনা রহিম, সম্পাদনা পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের সকল সদস্যসহ সম্মানিত লেখকদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেই সাথে উদ্ভিদবার্তায় লেখা দেয়ার জন্য সকলকে বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

আপনারা ভালভাবেই অবগত আছেন যে, আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ও প্রদত্ত ভোটের মাধ্যমে এবছর নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। গঠনতন্ত্র মোতাবেক আজকে আমরা নির্বাচিত নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করবো। আমি বর্তমান কমিটির পক্ষ থেকে নির্বাচিত নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যবৃন্দকে প্রাণঢালা অভিন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি নতুন কমিটির গতিশীল নেতৃত্বে বোটানিক্যাল সোসাইটি উত্তোরত্তর সাফল্য লাভ করবে এবং দেশে-বিদেশে সোসাইটির সুনাম বৃদ্ধি লাভ করবে। একটি সুষ্ঠ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। এজন্য নির্বাচন কমিশনার প্রফেসর ড. মমতাজ বেগম, প্রফেসর ড. এম. শাহাদাত মোর্শেদ এবং ড. শেখ তাহমিনা আউয়ালকে আমি সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটির সকল কার্যক্রম সোসাইটির হিসাবরক্ষক জনাব মোফাজ্জল হোসেন আন্তরিকতার সাথে সুচারুভাবে সম্পন্ন করে যাচ্ছেন। এছাড়াও জার্নাল প্রকাশনা সহ অন্যান্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের টেকনিকাল অফিসার জনাব মোঃ শাহ আলম সার্বক্ষণিক সহযোগিতা এবং নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আমি সোসাইটির সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভবিষ্যৎ করণীয়:

আমাদের সময়কালে অনেক কিছুই করণীয় ছিল কিন্তু করোনা ও আমার ব্যক্তিগত ব্যর্থতার কারণে কিছু কাজ করতে পারি নাই। আশাকরি নতুন কমিটি এ ব্যাপারে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নিচে ভবিষ্যৎ করণীয় কিছু কাজ আমি প্রস্তাব করছি:

১) সোসাইটির ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্মেলনের সময় যেন সদস্যবৃন্দ সহজে অনলাইনে রেজিষ্ট্রেশন করতে পারেন এবং তাদের Abstract জমা দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা। আমি একটি সংস্থার সাথে এব্যাপারে প্রাথমিক আলাপ করেছিলাম কিন্তু তা কার্যকর করতে পারি নাই।

২) বোটানি অলিম্পিয়াড এর আয়োজনের ব্যবস্থা করা। এটি দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জীববিজ্ঞান শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করবে বলে বিশ্বাস করি।

৩) স্কুল-কলেজের জীববিজ্ঞান সিলেবাস ও কারিকুলাম তৈরীর ব্যাপারে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করা।

৪) স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বিশেষকরে ঢাকার সাত কলেজের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা কারণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই সাত কলেজ ব্যতিত অন্য সকল কলজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

৫) বিষয় ভিত্তিক সেমিনার ও বিভিন্ন দিবস পালনের ব্যবস্থা করা।

প্রিয় সুধীবৃন্দ

সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী ও প্রফেসর ড. ফারজানা আশরাফী নীলা আমাদের এই কার্যকালে নিরলসভাবে আমাকে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়াও কার্যকরী পরিষদের সকল সম্মানিত সদস্য আমাকে প্রতিটি কাজে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করেছেন। আমি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞ জানাচ্ছি। আমাদের সাধ অনেক কিন্তু সাধ্য বড়ই সীমিত। সোসাইটির জন্য অনেক কিছু করার ইচ্ছা নিয়ে এই কার্যকরি পরিষদ ০৭ মার্চ ২০২১ দায়িত্বভার গ্রহণ করে। গত তিন বছরে হয়ত আমরা আমাদের অর্জন আশানুরূপ নয়। এই সংগঠনের যেটুকুই অর্জন তা আপনাদেরই আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতার ফসল। আর যে ঘাটতি আছে তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দু:খ প্রকাশ করছি। আপনাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততার মাঝেও কষ্ট করে এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন সেজন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অতীতের মত ভবিষ্যতেও আপনাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এই আশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

Ashfaque Ahmed

অধ্যাপক ড. আসফাক আহমদ
মহাসচিব
বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি